মহাজাগতিক পদযাত্রা

"মহাজাগতিক নকশায় পরম সত্তার সন্ধান"

মো: নজরুল ইসলাম বিপুল

চেনা সুর প্রকাশনী
বই প্রকাশে বিশ্বস্ততার প্রতীক

মহাজাগতিক পদযাত্রা

"মহাজাগতিক নকশায় পরম সত্তার সন্ধান"

মো: নজরুল ইসলাম বিপুল

Copyright © 2026 by Md. Nazrul Islam Bipul
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত: লেখকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এই গ্রন্থের কোনো অংশ বা কোনো রূপ (মুদ্রণ, ফটোকপি, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম) পুনরুৎপাদন বা ব্যবহার করা যাবে না। এটি ভঙ্গ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

প্রথম সংস্করণঃ ১৮ জৈষ্ঠ ১৪৩৩ / ১লা জুন ২০২৬ ইং
প্রকাশনায়ঃ চেনা সুর প্রকাশনী
প্রধান কার্যালয়ঃ জামিরদিয়া মাষ্টারবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ।
শাখা অফিসঃ ২৮/১ রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইলঃ ০১৯৯১-১৫১৬৯২

প্রকাশকঃ এন, আই, বিপুল।
প্রচ্ছদঃ জহির।

পরিবেশকঃ বই চত্বর পাবলিকেশন।
অনলাইন পরিবেশকঃ রকমারি ডট কম, ওয়াফিলাইফ ডট কম্

মুদ্রণ ও বাঁধাইঃ দি মোকাদ্দাস এন্ড ব্রাদার্স
২৮/১,রূপচাঁন লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মূল্য ২২০ টাকা
ISBN: ৯৭৮-৯৮৪-২৯৫৫৭-৭-৮

" The Cosmic March : Finding the Ultimate Reality within the Universal Blueprint " by **Md. Nazrul Islam Bipul** Published by Chena sur prokashoni. Head Office: Jamirdia master bari, Valuka, Mymensingh. Branch Office: 28/1 Rupchand lean, Banglabazar Dhaka 1100. Price 220 Taka To purchase online www.rokomari.com wafilife.com chenasurprokasoni@gmail.com_
ISBN: **978-984-29557-7-8**

উ।ৎ।স।র্গ

" সেই সত্যপিপাসু হৃদয়ের তরে,
যারা অন্ধ বিশ্বাসের গণ্ডি পেরিয়ে যুক্তির আলোয়
নিজের রবকে খুঁজতে চায়।"

অজানাকে জানার এক ব্যাকুল যাত্রা

শৈশব থেকে আমাদের কানে একটি চিরন্তন সত্য প্রতিধ্বনিত হয়ে আসছে—"আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরিক নেই, তিনি নিরাকার।" অবুঝ মনে এই কথাগুলো বিশ্বাসের বীজ বুনে দিলেও, বয়স বাড়ার সাথে সাথে চিন্তাশীল হৃদয়ে কিছু মৌলিক প্রশ্ন উঁকি দিতে শুরু করে। যদি তাঁর কোনো 'আকার' বা 'অস্তিত্বের রূপ' নাই থাকে, তবে আমরা কার ইবাদত করছি? অস্তিত্বহীন কি কিছু হওয়া সম্ভব?

"নিরাকার" শব্দের প্রচলিত অর্থ কি আমাদের অজান্তেই স্রষ্টাকে একটি 'শূন্যতা' বা 'অস্তিত্বহীনতায়' পর্যবসিত করছে? এই বইটির জন্ম সেই চিরাচরিত ধারণার গোলকধাঁধা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে।

সালাফে সালেহীন বা পূর্বসূরী আলেমগণ আল্লাহকে 'নিরাকার' (অস্তিত্বহীন শূন্যতা অর্থে) না বলে বরং "লাইসা কামিসলিহি শাইউন" (তাঁর মতো কিছুই নেই) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, তাঁর আকার আছে কি নেই—সেই বিতর্কের চেয়ে বড় সত্য হলো, তাঁর যে সত্তা (Dhat) আছে, তা আমাদের কল্পনার বাইরের কোনো এক অনন্য রূপে।

সূচিপত্র:

প্রারম্ভিক বিন্যাস

- ❖ অজানাকে জানার এক ব্যকুল যাত্রা ০৪
- ❖ কেন এই আত্মানুসন্ধান? ০৭
- ❖ পাঠকের প্রতি নিবেদন ০৮

অধ্যায় ১: ঐশী বাণীর আলোকে স্রষ্টার আত্ম-প্রকাশ।

- ❖ সুপ্ত সত্ত্বা থেকে প্রকাশের বাসনা ০৯
- ❖ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের দর্পণে স্রষ্টার স্বরূপ ১০
- ❖ তুলনামূলক আলোচনা: সাকার না নিরাকার? ১২
- ❖ দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলনবিন্দু ১৩

অধ্যায় ২: সৃষ্টির আদি সংকল্প ও মহাসত্তা

- ❖ "কুন ফা ইয়াকুন": ইচ্ছার চুরান্ত বহিপ্রকাশ। ১৪
- ❖ কলম: মহাজাগতিক ব্লু-প্রিন্ট বা পরিকল্পনা। ১৫
- ❖ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে শব্দ ও পরিকল্পনা। ১৬

অধ্যায় ৩: অসীম দূরত্ব ও পরম নৈকট্যের রহস্য

- ❖ সৃষ্টির স্পন্দন যখন স্রষ্টার কানে ১৮
- ❖ সাহরগের চেয়েও কাছে: স্রষ্টার বাস ১৯

অধ্যায় ৪: আল-বাসীর: মহাজাগতিক নজর ও দৃষ্টির অসীমতা

- ❖ হেলিক্স নেবুলা (Helix Nebula): মহাকাশে 'স্রষ্টার চোখ'-এর হাতছানি ২০
- ❖ দৃষ্টির সীমানা যেখানে শেষ, পরম দৃষ্টির শুরু সেখানে ২২
- ❖ মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ: সূরা আল-আন'আমের আলোকপাত ২৩

অধ্যায় ৫: ইন্দ্রিয়াতীত ঘ্রাণশক্তি ও স্রষ্টার সান্নিধ্য

- ❖ তুর পাহাড়ের সেই ৪০ দিন ও স্রষ্টার প্রেম। ২৬
- ❖ ইন্দ্রিয় যখন অস্তিত্বের সাক্ষী দেয় ২৮
- ❖ ইন্দ্রিয় শক্তির বৈচিত্র: সৃষ্টির আয়নায় স্রষ্টার অসীমতা ২৯

অধ্যায় ৬: বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অদৃশ্য জগত ও কুরআনের সাক্ষ্য

- ❖ সৃষ্টির আদি সোপান: ছয় দিনের মহাজাগতিক কর্মযজ্ঞ। ৩১
- ❖ নূরে মুহাম্মদী (সা.): সৃষ্টির প্রথম অঙ্ক ও আদি শক্তির বিচ্ছুরণ। ৩৪

সূচিপত্র:

- ❖ সৃষ্টির ধারাবাহিক বিন্যাস। ৩৪
- ❖ ডাইমেনশন রহস্য: কেন আমরা স্রষ্টাকে চর্মচক্ষে দেখি না? ৩৮
- ❖ মৃত্যু ও মাত্রা পরিবর্তন: ডাইমেনশনের পর্দা উন্মোচন। ৪০

অধ্যায় ৭: সৃষ্টির দর্পণে স্রষ্টা-ক্ষুদ্রতা থেকে অসীমের পথে

- ❖ রেনু পোনার উপমা ৪৪
- ❖ বিগ ব্যাং: সুপ্ত ভান্ডারের মহাজাগতিক প্রকাশ ৪৫
- ❖ খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব: স্রষ্টা ও সৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। ৪৮
- ❖ খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব: বৈজ্ঞানিক দায়বদ্ধতা। ৫৬
- ❖ খেলাফত ও প্রতিনিধিত্ব: নৈতিক দায়বদ্ধতা। ৫৭
- ❖ চেতনার রহস্য: আমি কে? ৬৩

অধ্যায় ৮: পরম নকশা ও গাণিতিক সূক্ষ্মতা

- ❖ ফিবোনাচি সিকুয়েন্স ও গোল্ডেন রেশিও: মহাবিশ্বের সিগনেচার। ৬৮
- ❖ পরিমাপের বিজ্ঞান: সূরা আল-ক্বামারের গাণিতিক ধ্রুবক। ৭১

অধ্যায় ৯: বিজ্ঞান ও দর্শনের সীমাবদ্ধতা

- ❖ যেখানে টেলিস্কোপের আলো ফুরিয়ে যায়। ৭৫
- ❖ অজানার জয়গান। ৭৬

অধ্যায় ১০: পরম গন্তব্য-অস্তিত্বের মহাসম্মেলন

- ❖ সার্বভৌম ক্ষমতা: সৃষ্টি ও ধ্বংসের ইচ্ছা ৭৭

অধ্যায় ১১: মৃত্যুর ওপারে-পরম মিলনের শুভক্ষণ

- ❖ মৃত্যু কি?: খাঁচা ভেঙ্গে অসীমে ফেরা ৮১
- ❖ মৃত্যু ভয় নয়: মুমিনের জন্য আনন্দর পয়গাম। ৮২

অধ্যায় ১২: উপসংহার-সুপ্ত ভান্ডারের উন্মোচন

- ❖ দীর্ঘ সফরের সারসংক্ষেপ। ৮৮
- ❖ শেষের কথা-সুপ্ত ভান্ডারের মোহনায় ৯০
- ❖ গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র ৯২
- ❖ পরিশিষ্ট ও সহায়িকা ৯৪
- ❖ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৯৬

কেন এই অনুসন্ধান?

আমরা যখন কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনা করি, আমাদের মস্তিষ্ক স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার একটি রূপ বা বৈশিষ্ট্য খুঁজতে থাকে। যখনই বলা হয় আল্লাহ 'নিরাকার', তখন সাধারণ মানুষের মনে একটি সংঘর্ষ তৈরি হয়—যাঁর রূপ নেই, তাঁর উপস্থিতি কীভাবে অনুভব করা সম্ভব? এই গ্রন্থটি কোনো প্রচলিত মতবাদকে অন্ধভাবে খণ্ডন করার জন্য নয়, বরং কুরআন, সুন্নাহ, বিশ্বধর্মের ইতিহাস এবং আধুনিক বিজ্ঞানের আয়নায় সেই সত্যকে উন্মোচন করার চেষ্টা যেখানে স্রষ্টার মহিমা ও তাঁর অস্তিত্বের স্বরূপ আরও উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয়।

পাঠকের প্রতি নিবেদন

"এই বইটি কারো প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে আঘাত হানতে লেখা হয়নি, বরং হৃদয়ের গহীনে লুকিয়ে থাকা সেইসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার একটি বিনীত প্রচেষ্টা, যা আমরা অনেক সময় লোকলজ্জায় বা পাপের ভয়ে মুখ ফুটে বলতে পারি না।"

এই গ্রন্থে পরিবেশিত কোনো তথ্য বা ব্যাখ্যা যদি আপনার ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সাংঘর্ষিক মনে হয়, তবে তা গ্রহণ করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সত্যের সন্ধানে আপনি এবং আমি—উভয়ই স্রেফ একজন মুসাফির।

স্তম্ভ	মূল ফোকাস	উদ্দেশ্য
১.ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ	'নিরাকার'বনাম'নিরাবয়ব‘	শব্দগত ভুল ধারণা দূর করা।
২. ঐশী দলিল	কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য	আল্লাহ নিজের সম্পর্কে কী বলেছেন তা জানা।
৩. বিজ্ঞান ও যুক্তি	Energy, Space & Dimensions	ইন্দ্রিয়ে যা ধরা পড়ে না তা-ও যে বাস্তব—তা প্রমান করা

,

অধ্যায় ১:
ঐশী বাণীর আলোকে স্রষ্টার আত্ম-প্রকাশ

সৃষ্টির আদি লগ্নে যখন কিছুই ছিল না—না সময়, না স্থান, না কোনো গ্রহ-নক্ষত্র—তখন কেবল তিনিই ছিলেন। সৃষ্টির আদি থেকে আজ অবধি মানুষ যখনই সত্যের সন্ধান করেছে, তখনই সে এক পরম সত্তার অস্তিত্ব অনুভব করেছে। শুরুতেই আমরা দেখব কীভাবে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং বিশেষ করে আল-কুরআন সেই **'সুপ্ত'** মহান সত্তার পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

১.১ সুপ্ত সত্তা থেকে প্রকাশের বাসনা

সৃষ্টির পূর্বে মহান আল্লাহ এক রহস্যময় ও অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিলেন। আধ্যাত্মিক সাধক ও দার্শনিকগণ একটি বিখ্যাত বর্ণনার (হাদিসে কুদসি) মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন: উদ্ধৃতি:

" كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَيْ أُعْرَفَ"

বাংলা অনুবাদ: "আমি ছিলাম এক গুপ্ত ভাণ্ডার; অতঃপর আমি ভালোবাসলাম যে আমি পরিচিত হই, তাই আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম যাতে তারা আমাকে চিনতে পারে।"

এই বর্ণনাটি মূলত সুফিবাদী সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক দর্শনের কিতাবগুলোতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এটি ইমাম ইবনুল আরাবি (রহ.)-এর 'ফুতুহাতে মক্কিয়া' এবং ইমাম জালালুদ্দিন রুমি (রহ.)-এর 'মসনবি শরীফ'-সহ বহু আধ্যাত্মিক গ্রন্থে সৃষ্টির গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে।

এই চরণে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি কেবল একটি ধারণা নন, বরং এমন এক সত্তা যাঁর নিজস্ব ইচ্ছা এবং ভালোবাসা রয়েছে। তিনি চেয়েছেন তাঁর মহিমা সৃষ্টির আয়নায় প্রতিফলিত হোক।

১.২ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের দর্পণে স্রষ্টার স্বরূপ

পৃথিবীর প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা সবাই এক অদৃশ্য অথচ উপস্থিত সত্তার কথা বলছে। যদিও কালের বিবর্তনে মানুষের ব্যাখ্যা বদলেছে, কিন্তু মূল বাণীগুলো আজও সেই পরম সত্যের সাক্ষ্য দেয়।

ক. পবিত্র আল-কুরআন (ইসলাম)

কুরআন মজিদ আল্লাহকে কোনো শূন্যতা বা কাল্পনিক কিছু হিসেবে উপস্থাপন করেনি। বরং তিনি 'হায়্যুল কাইয়্যুম'—চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী।
উদ্ধৃতি:

"لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ"

অনুবাদ: "কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"
(সূরা আশ-শূরা: ১১)

বিশ্লেষণ: এই একটি আয়াতেই দুটি সত্য পরিষ্কার।
প্রথমত, তাঁর কোনো তুলনা নেই (মানুষের মতো আকার নয়)।
দ্বিতীয়ত, তিনি শোনেন ও দেখেন—যা একটি জীবন্ত 'সত্তা' বা 'অস্তিত্বের' পরিচয় দেয়।
আল্লাহ তাআলা তাঁর অস্তিত্ব এবং স্বরূপ সম্পর্কে কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন। তিনি যে কেবল একটি নিরাকার শক্তি নন, বরং একটি জীবন্ত সত্তা (Being), তার প্রমাণ নিচের আয়াতে পাওয়া যায়:

আল্লাহর অনন্যতা (সূরা আল-ইখলাস)

আল্লাহর অস্তিত্বের প্রথম পরিচয় হলো তিনি একক। তিনি কোনো কিছুর ওপর নির্ভরশীল নন।

আরবি:

"قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ"

বাংলা অনুবাদ: বলো, তিনিই আল্লাহ, অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

খ. বেদ ও উপনিষদ (সনাতন ধর্ম)

হিন্দুধর্মের মূল গ্রন্থগুলোতেও নিরাকার বনাম সাকার বিতর্কের ঊর্ধ্বে এক পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে।

উদ্ধৃতি: "একমেবাদ্বিতীয়ম্" (একং ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি)।

ভাবার্থ: তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদে বলা হয়েছে, "ন তস্য প্রতিমা অস্তি"—অর্থাৎ তাঁর কোনো জাগতিক প্রতিমা বা মূর্তি নেই। এটি আল্লাহর 'লাইসা কামিসলিহি শাইউন' ধারণার সাথে বিস্ময়করভাবে মিলে যায়।

গ. তোরাহ ও বাইবেল (ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম)

ওল্ড টেস্টামেন্টে (Torah) ঈশ্বরকে এক অনন্য সত্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি মানুষের সাথে কথা বলেন, আদেশ দেন।

উদ্ধৃতি: "শামা ইসরায়েল আদোনাই ইলোহেইনু আদোনাই ইহাদ।"
(Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one.)

ভাবার্থ: হে ইসরায়েলবাসী শোনো, আমাদের প্রভু ঈশ্বর—তিনি এক। এখানেও তাঁর একত্বের পাশাপাশি তাঁর 'কর্তৃত্ব' বা 'প্রভুত্ব' (Lordship) প্রকাশ পেয়েছে।

১.৩ তুলনামূলক আলোচনা: সাকার না নিরাকার?

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের নির্যাস থেকে আমরা একটি প্রাথমিক ছক তৈরি করতে পারি যা আমাদের পরবর্তী গবেষণার ভিত্তি হবে:

ধর্মগ্রন্থ	স্রষ্টার পরিচয়	মূল শিক্ষা
কুরআন	আল্লাহ (এক ও অদ্বিতীয়)	তিনি অতুলনীয়, কিন্তু সবকিছুর খালিক (স্রষ্টা)।
বেদ	ব্রহ্ম (একমেবাদ্বিতীয়ম্)	তিনি অবিনশ্বর এবং জাগতিক রূপের ঊর্ধ্বে।
বাইবেল/তোরাহ	ইলোহিম/জেহোভা	তিনি আদেশ দাতা এবং বিশ্বের নিয়ন্ত্রক।

১.৪ অধ্যায়ের শেষ কথা

মুসলিম ধর্মাবলম্বী হিসাবে আমরা শৈশব থেকে শুনে আসছি আল্লাহ "এক" এবং "নিরাকার"। একটু ভেবে দেখুন প্রিয় পাঠক, কথাটি কি সাংঘর্ষিক নয়?
অস্তিত্ব, আকার আছে বলেই তো তিনি এক ও অদ্বিতীয়। নিরাকার, অস্তিত্বহীন হলে তো তিনি শূন্য হয়ে যাওয়ার কথা ছিল।
অপর দিকে ধর্মগ্রন্থগুলোর গভীর পাঠ আমাদের বলে যে, তিনি "অস্তিত্বহীন" নন। তাঁর হাত আছে, তিনি আরশে সমাসীন হন, তিনি দেখেন এবং কথা বলেন—এগুলো তাঁর অস্তিত্বের অপরিহার্য গুণ। তবে সবচেয়ে বড় সতর্কতা হলো, তাঁর এই গুণাবলিকে মানুষের হাত বা চোখের সাথে তুলনা করা যাবে না।

উপলব্ধি: নিরাকার মানে শূন্যতা বা অনুপস্থিতি। তিনি দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে (Transcendent) কিন্তু সবখানে বিরাজমান। তিনি আকার-নিরাকারের সেই সংকীর্ণ সংজ্ঞার ঊর্ধ্বে এক 'মহা-সত্তা'।

দর্শন ও বিজ্ঞানের মিলনবিন্দু

বিজ্ঞান বলে, এই মহাবিশ্ব এক বিশাল 'Singularity' বা অতি ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে (Big Bang)। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে হয়তো এই 'বিন্দু'টিই ছিল আল্লাহর সেই 'সুপ্ত ভাণ্ডার' যা প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

বিমূর্ত শক্তি: আলো বা বিদ্যুৎ যেমন চোখে দেখা যায় না কিন্তু তার অস্তিত্ব ও প্রভাব অস্বীকার করা যায় না, স্রষ্টাও তেমনি আমাদের এই সীমিত ইন্দ্রিয়ের বাইরে এক পরম সত্য।

সৃষ্টির আয়না: এই বিশাল মহাবিশ্ব মূলত একটি আয়না, যেখানে স্রষ্টা তাঁর হাজারো নাম ও গুণের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

সংক্ষিপ্ত নোট: মহান আল্লাহ "নিরাকার" নন যে তাঁর কোনো অস্তিত্ব নেই, আবার তিনি "সাকার" নন যে তাঁকে মানুষের মতো সীমাবদ্ধ কোনো আকৃতিতে বন্দি করা যাবে। এতটুকু অনুমান করা যেতেই পারে যে, তিনি এমন এক **'অনন্য সত্তা'** যাঁর স্বরূপ আমাদের কল্পনার অতীত কিন্তু যাঁর অস্তিত্ব দিবালোকের মতো স্পষ্ট।

অধ্যায় ২:
সৃষ্টির আদি সংকল্প ও মহাসত্তা

সৃষ্টিজগত অস্তিত্বে আসার আগে একটি সুনিপুণ পরিকল্পনা বা 'ডিজাইন' ছিল। মহান আল্লাহ যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান, তখন তিনি তা নিয়ে 'সংকল্প' করেন এবং 'আদেশ' প্রদান করেন। এই প্রক্রিয়াটি প্রমাণ করে যে, তিনি কেবল কোনো নিরাকার শক্তি নন, বরং তিনি এমন এক সচেতন সত্তা যাঁর ইচ্ছা (Will), প্রজ্ঞা (Wisdom) এবং কথা বলার (Speech) ক্ষমতা রয়েছে।

২.১ 'কুন ফা ইয়াকুন': ইচ্ছার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য উন্মোচন করেছেন এভাবে:

"إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ"

বাংলা উচ্চারণ:

ইন্নামা- আমরুহূ ইযা- আরা-দা শাইয়ান আই ইয়াকুলা লাহূ কুন ফায়াকূন।

অনুবাদ: "তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলেন, 'হও' (কুন), অমনি তা হয়ে যায় (ফা ইয়াকুন)।" (সূরা ইয়াসিন: ৮২)

গবেষণামূলক বিশ্লেষণ: এই আয়াতটি আমাদের তিনটি স্তরের কথা বলে:

১. আরদা (ইচ্ছা): যা হৃদয়ের সংকল্পের নির্দেশক।

২. ইয়াকুলা (বলা): যা বাকশক্তির (মুখ/শব্দ) নির্দেশক।

৩. হয়ে যাওয়া: যা সার্বভৌম ক্ষমতার প্রমাণ।

যদিও আমরা জানি তাঁর 'বলা' বা 'ইচ্ছা' মানুষের মতো কোনো শারীরিক অঙ্গের ওপর নির্ভরশীল নয়, তবুও এই গুণাবলিগুলো একটি 'সত্তা' বা 'পারসোনালিটি'র পরিচয় বহন করে।

২.২ কলম: মহাজাগতিক ব্লু-প্রিন্ট বা পরিকল্পনা

আল্লাহ তাআলার পরিকল্পনার প্রথম হাতিয়ার ছিল 'কলম'। কুরআনে 'আল-কালাম' নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা রয়েছে।
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী:

আরবি:

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

উচ্চারণ:

ইন্না আউওয়ালা মা খালাকাল্লাহুল কালামু, ফাকালা লাহু: উকতুব। কালা: রাব্বি ওয়ামাযা আকতুব? কালা: উকতুব মাকাদীরা কুল্লি শাইয়িন হাত্তা তাকুমাস সা'আহ।

অর্থ: "নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন তা হলো কলম। এরপর তাকে বললেন, ‘লেখো’। কলম বলল, ‘হে রব! কী লিখব?’ তিনি বললেন, ‘কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তা লেখো’।" (সুনানে আবু দাউদ)
তাকদীর বা ভাগ্য পরিচ্ছেদ। হাদিস নম্বর: ৪৭০৪

দার্শনিক চিন্তাধারা: একটি ভবন তৈরির আগে যেমন স্থপতির মস্তিষ্কে নকশা থাকে এবং হৃদয়ে তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা থাকে, তেমনি মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে আল্লাহর 'ইলম' বা জ্ঞানে তার একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল।
কলম সেই পরিকল্পনার বাস্তবায়নকারী। এটি প্রমাণ করে যে স্রষ্টার একটি 'কেন্দ্রীয় প্রজ্ঞা' (Intellect/Brain) রয়েছে, যা আমাদের ধারণার অতীত কিন্তু অস্তিত্বশীল।

২.৩ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের আলোকে ‘শব্দ’ ও ‘পরিকল্পনা’

স্রষ্টার এই 'আদেশ' বা 'শব্দ' করার বিষয়টি কেবল ইসলামেই নয়, বরং পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোতেও একইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ক. বাইবেল (অনাদি বাণী)

বাইবেলের শুরুতে সৃষ্টিকর্তার 'শব্দ' বা 'বাণী'র মাধ্যমে সৃষ্টির সূচনা বলা হয়েছে:

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God... All things were made through him." (John 1:1-3)

অনুবাদ: "শুরুতে 'শব্দ' (বাণী) ছিল এবং সেই শব্দ ঈশ্বরের সাথেই ছিল... সবকিছু তাঁর মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে।"

খ. সনাতন ধর্ম (ওঁকার ও ব্রহ্ম)

বেদে সৃষ্টির আদি শব্দ হিসেবে 'ওঁ' (Om) বা 'নাদ-ব্রহ্ম'কে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, হিরণ্যগর্ভ বা মহাজাগতিক ডিম্ব প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে পরমেশ্বরের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল।

"একোহং বহুস্যাম" (আমি এক, আমি বহু হতে চাই)।

বিশ্লেষণ: এই 'চাওয়াই' হলো সেই হৃদয়ের সংকল্প, যা থেকে পুরো অস্তিত্বের উদ্ভব।

গ. তোরাহ/তাওরাত (ইহুদি ধর্ম)

Genesis-এ বর্ণিত হয়েছে যে, ঈশ্বর যখন বলেন "আলো হোক" (Let there be light), তখনই আলো সৃষ্টি হয়। এটি সরাসরি কুরআনের 'কুন' (হও) বার্তার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

২.৪ অস্তিত্বের স্বরূপ: সাদৃশ্যহীন বাস্তবতা

আমরা যখন বলি আল্লাহর 'পরিকল্পনা' (ব্রেন/মস্তিষ্ক), 'সংকল্প' (হৃদয়) বা 'আদেশ' (মুখ/বাণী) আছে—তখন আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, সৃষ্টির সাথে তাঁর কোনো তুলনা চলে না।

আমরা মানুষরা যেমন চিন্তা করার জন্য ধূসর কোষ (Grey matter) বা কথা বলার জন্য ফুসফুস ও জিহ্বার মুখাপেক্ষী, মহান আল্লাহ তেমন নন।

তিনি এসব অঙ্গ ছাড়াই শুনতে পান, দেখতে পান এবং আদেশ দিতে পারেন। কিন্তু এই গুণগুলো থাকা মানেই হলো তাঁর একটি নির্দিষ্ট 'সত্তা' বা 'পরিচয়' আছে।

যিনি দেখেন না, শোনেন না বা যাঁর কোনো ইচ্ছা নেই—তিনি স্রষ্টা হতে পারেন না। সুতরাং, আল্লাহ নিরাকার (অস্তিত্বহীন শূন্যতা) নন, বরং তিনি এক অদ্বিতীয় বাস্তব সত্তা।

